“গণপরিবহনে সমন্বিত টিকেটিং ব্যবস্থা এবং ক্লিয়ারিং হাউজ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২৪”

(খসড়া)

প্রস্তাবনা (Preamble)

সারাদেশে গণপরিবহন ব্যবস্থায় (Public Transport System) অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সি/কোম্পানি পরিসেবা প্রদান করিতেছে। পরিবহন সেক্টরে বিভিন্ন এজেন্সি/কোম্পানির ভাড়া আদায়, ফি পরিশোধ, টোল পরিশোধ সহ অন্যান্য লেনদেনের ক্ষেত্রে (যেমন, ফিলিং স্টেশনের মূল্য পরিশোধ, স্টেশন/বন্দরে অবস্থিত দোকানে পণ্যের মূল্য পরিশোধ, ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন ইলেক্ট্রনিক কার্ড ও ডিভাইস ব্যবহার করা হইলে জনগণের জন্য বিরক্তিকর ও অসুবিধাজনক হয়। এছাড়া বিদ্যমান ভাড়া আদায় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার অভাবে জনগণ আর্থিক ভাবে শোষিত হচ্ছে। এই জন্য সকল গণপরিবহন ব্যবস্থায় ভাড়া পরিশোধ, ফি পরিশোধ, টোল পরিশোধ এবং সেবা ও পণ্যের মূল্য পরিশোধ কার্যক্রমকে একটি সাধারণ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বধানে সাধারণ কার্ড (Common Card) ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার আবশ্যকতা প্রতীয়মান হয়। এই প্রেক্ষাপটে, সরকার গণপরিবহন ব্যবস্থায় সমুদয় লেনদেন সম্পাদনের জন্য একমাত্র ইলেক্ট্রনিক কার্ড "র‍্যাপিড পাস (Rapid Pass)" প্রবর্তন করিয়াছে এবং এই কার্ডের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট পরিবহন অপারেটর, পণ্য বিক্রেতা, সার্ভিস প্রদানকারী স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পরিশোধের (Settlement) জন্য একটি "ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House)" প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

যেহেতু সকল গণপরিবহনে সমন্বিতভাবে একটি টিকেটিং সিস্টেমে প্রবর্তনকরত: স্মার্ট কার্ড র‍্যাপিড পাস ব্যবহার করিয়া ভাড়া আদায় এবং আদায়কৃত ভাড়ার অর্থ ক্লিয়ারিং হাউজের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটেলমেন্ট করিয়া গণপরিবহন পরিচালনাকারী (পিটিও) এবং গণপরিবহন ব্যবহারকারীগণের ভ্রমণ সময় ও ব্যয় (Travel Time and Cost) সাশ্রয় করা সম্ভব।

যেহেতু এই র‍্যাপিড পাস কার্ডে গণপরিবহনের ভাড়া পরিশোধের পাশাপাশি স্মার্ট কার্ড হিসেবে বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টোল আদায়, কেনাকাটাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করে "সকলের জন্য এক কার্ড" (One Card for all) হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব,

এবং যেহেতু ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে জনগণের বিপুল অর্থের লেনদেন হয়; এখানে জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যাদি সঞ্চিত থাকিবে ফলে স্মার্ট টিকেটিং ব্যবস্থার সাথে জনস্বার্থ জড়িত;

সেহেতু র‍্যাপিড পাস এবং ক্লিয়ারিং হাউস সিস্টেমকে সমন্বিতভাবে সকল গণপরিবহন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুশৃংখল ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, সমন্বয় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত গণপরিবহনে সমন্বিত টিকেটিং ব্যবস্থা এবং ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক। এই প্রেক্ষাপটে এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ

(ক) এই আইন 'গণপরিবহনে সমন্বিত টিকেটিং ব্যবস্থা এবং ক্লিয়ারিং হাউজ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২৪' নামে অভিহিত হইবে।

(খ) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই আইনে -

(ক) "সরকার" অর্থ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (Road Transport and Highways Division);

(খ) "গণপরিবহণ ব্যবস্থা (Public Transport System)" অর্থ সড়কপথ, পানিপথ, রেলপথ, আকাশপথে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সকল যানবাহন, অবকাঠামো এবং সুবিধাদি।

(গ) অবকাঠামো (Infrastructure) ও সুবিধাদি (Facilities): অবকাঠামো ও সুবিধাদি বলিতে রাস্তা, সেতু, ওয়ার হাউস, পার্কিং সুবিধা, স্টেশনের লকার সিস্টেম ইত্যাদি ব্যবস্থা যেখানে টোল/ফি আদায় করা হইয়া থাকে;

(ঘ) "পরিবহন বহির্ভূত সিস্টেম (Non Transport System)" অর্থ গণপরিবহণ ব্যবস্থার বাহিরে আইসি কার্ড ব্যবহার করে লেনদেন সম্পাদনকারী সকল ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বুঝাইবে;

(ঙ) "ক্লিয়ারিং হাউস সিস্টেম" অর্থ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক প্রবর্তিত ক্লিয়ারিং হাউস, র‍্যাপিড পাস কার্ড এবং ভাড়া পরিশোধ ও লেনদেন settlement এ ব্যবহৃত অন্যান্য উপযুক্ত (Appropriate) প্রযুক্তির সমন্বয়;

(চ) "র‍্যাপিড পাস কার্ড" অর্থ ডিটিসিএ'র মালিকানাধীন ও ডিটিসিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত আইসি চিপ সমৃদ্ধ ইলেক্ট্রনিক স্মার্ট কার্ড, যাহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক মূল্য (Stored Value) এবং গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সঞ্চিত থাকে;

(ছ) "স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ ব্যবস্থা" (Automatic Fare Collection System) অর্থ বিশেষ ব্যবস্থা যাহা গণপরিবহন পরিচালনাকারী (পিটিও) সমূহে স্থাপিত হইবে এবং যাহার দ্বারা গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে র‍্যাপিড পাস কার্ডের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভাড়া সংগৃহীত হইবে;

(জ) "ক্লিয়ারিং হাউস" অর্থ ডিটিসিএ কর্তৃক প্রবর্তিত ও পরিচালিত একটি আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা যাহা দ্বারা পিটিও, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারকারী এবং অন্যান্য লেনদেন সম্পাদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ক্যাশবিহীন ভাড়া ও লেনদেন এর আর্থিক নিষ্পত্তি(Settlement) সম্পন্ন হইবে;

(ঝ) "কোম্পানি" অর্থ একটি কোম্পানি যাহা র‍্যাপিড পাস কার্ড সিস্টেম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচারণার নিমিত্তে গঠিত হইবে, যাহা ডিটিসিএ কর্তৃক এককভাবে অথবা সরকারি বেসরকারি অংশীদারগণকে নিয়ে গঠিত হইবে;

(ঞ) "সঞ্চিত মূল্য (Stored Value)" অর্থ র‍্যাপিড পাস কার্ডে সঞ্চিত সমতুল্য আর্থিক মূল্য;

(ট) PTO (Public Transport Operator) অর্থ গণপরিবহন পরিচালনাকারী ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান যাহারা তাহাদের ভাড়া ব্যবস্থাপনাতে র‍্যাপিড পাস কার্ডের প্রচলন করিবে অর্থাৎ গ্রাহকদের নিকট হইতে র‍্যাপিড পাস কার্ডের মাধ্যমে ভাড়া গ্রহণ করিবে।

(ঠ) "TOM" (Ticket office Machine) অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্লিয়ারিং হাউস এর সাথে সংযুক্ত একটি ডিভাইস যাহা দ্বারা কার্ড বিক্রয়, রিচার্জ, রিইস্যু, রিফান্ডসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়;

(ড) "SAM" (Secure Access Module) অর্থ এক ধরণের আইসি চিপ যাহা আইসি কার্ডের সকল ট্রানজেকশন এর অথেনটিকেশন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ;

(ঢ) "এজেন্ট" অর্থ ব্যক্তি বিশেষ যাহার দ্বারা র‍্যাপিড পাস কার্ড বিক্রয়, রিচার্জ এবং রিফান্ড সম্পন্ন হইয়া থাকে;

(ণ) "অরিজিন ও ডেস্টিনেশন ডাটা (Origin and Destination Data)" অর্থ গনপরিবহনে ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত সংক্রান্ত তথ্য যাহা পরিবহন সংক্রান্ত গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ক্লিয়ারিং হাউসের ডাটাবেজে রেকর্ডভুক্ত হইবে;

(ত) সাধারণ টিকেটিং (Common Ticketing/ Share Mobility): অর্থ একাধিক গণপরিবহনে ব্যবহারের উপযোগী টিকেটিং ব্যবস্থা।

৩। আইনের প্রধান্যঃ

আপাতত বলবৎ বা কার্যকর অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ

(ক) বিরামহীন (Seamless), ঝামেলামুক্ত (Hassle Free), অর্থ ও সময় সাশ্রয়ী, স্বচ্ছন্দ্য ভ্রমণ (Comfortable Travel), পণ্য পরিবহন (Freight) এবং সংশ্লিষ্ট সেবা (Allied Services, যেমন, পার্কিং, স্টেশন লকার, ওয়্যার হাউস সেবা, ইত্যাদি) নিশ্চিত করা এবং পরিবহণ ও পরিবহণ বহির্ভূত সেক্টরে লেনদেন সহজ করার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্যঃ

(ক) সকল গণপরিবহনে এক কার্ড র‍্যাপিড পাস এর মাধ্যমে ভাড়া আদায় এবং লেনদেন নিস্পত্তি করা;

(খ) পরিবহন ও পরিবহন বহির্ভূত সেক্টরে লেনেদেন এর ক্ষেত্রে র‍্যাপিড পাস এর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া জনগণের জন্য আর্থিক সকল লেনদেন প্রক্রিয়া সহজতর করা;

(গ) জনগণের লেনদেন তথ্য ও ব্যক্তিগত তথ্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(ঘ) ক্লিয়ারিং হাউস সিস্টেমে সঞ্চিত অরিজিন ও ডেস্টিনেশন ডাটা (Origin and Destination Data)'র ব্যবহার করে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঙ) পরিবহন সেক্টরের ভাড়া আদায় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা (Efficiency), স্বচ্ছতা (Transparency), জবাবদিহিতা (Accountability) নিশ্চিত করা;

(চ) গনপরিবহনের ভাড়া আদায়ে যাত্রীদের আর্থিক শোষণ এবং হয়রানি বন্ধ করা।

(ছ) পরিবহন সেক্টরে অপরাধ প্রবণতা নিবারন/ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/বিচারিক সংস্থাকে তথ্য প্রদান।

(জ) ডিটিসিএ এর অধীনে সারাদেশব্যপি একটি জনবান্ধব, সাসটেইনেবল ও সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় ভাড়া আদায় ও পরিশোধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৫। র‍্যাপিড পাসের ব্যবহার, নিবন্ধন ও পরিধিঃ

(ক) সমগ্র বাংলাদেশের গণপরিবহনে স্বয়ংক্রিয় ভাড়া আদায়ের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র র‍্যাপিড প্যাস কার্ডই একমাত্র কার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হইবে। কোন পিটিও/ সংস্থা/ কোম্পানি/ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভিন্ন কোন কার্ড স্বয়ংক্রিয় ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যে প্রবর্তন/ব্যবহার করা যাইবে না। তবে অন্যান্য ডিজিটাল পেমেন্ট মাধ্যম ডিটিসিএ'র র‍্যাপিড পাস ও ক্লিয়ারিং হাউস সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) র‍্যাপিড পাস একটি ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে, যা গ্রাহকের সুবিধার জন্য, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও নিয়মাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে টোল/ফি/চার্জ আদায়সহ গণপরিবহন ব্যবস্থা বহির্ভূত সকল ক্ষেত্রে লেন-দেন সম্পাদন, মানি-ট্রান্সফার, এমএফএস কার্যক্রমসহ ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডের সকল ধরনের কার্যক্রমে (Function) ব্যবহৃত হইবে।

(গ) র‍্যাপিড পাস ব্যবহারকারীগণ নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট অথবা অথবা ডিজিটাল মাধ্যমে তাদের ক্রয়কৃত র‍্যাপিড পাস কার্ড নিবন্ধন করতে পারবেন। র‍্যাপিড পাস নিবন্ধন করতে জাতীয় পরিচয় পত্র, যাদের জাতীয় পরিচয় পত্র হয়নি তাদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন এবং বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের ভিত্তিতে র‍্যাপিড পাসের রেজিস্ট্রেশন করা যাইবে।

(ঘ) র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের ক্ষেত্র হবে সমগ্র বাংলাদেশ।

৬। সরকার ও ডিটিসিএ'র কর্মপরিধিঃ

(ক) ডিটিসিএ এই আইনের অধীনে সমন্বিত টিকেটিং ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রক ও বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ হইবে। ডিটিসিএ'র অনুমতি ব্যতিত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/পিটিও গণপরিবহনে নতুন টিকেটিং ব্যবস্থা অথবা সাধারণ টিকেট (Common Ticket) প্রবর্তন করিতে পারিবে না।

(খ) র‍্যাপিড পাস কার্ড প্রদানের ক্ষমতা শুধুমাত্র ডিটিসিএ'র কর্তৃত্বে থাকিবে। গণপরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনাকারী পিটিও (PTO) ক্লিয়ারিং হাউজের সাথে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক Secure Access Module (SAM) কার্ড ডিটিসিএ কর্তৃক নির্ধারিত কারিগরি বিনির্দেশ অনুসারে সংগ্রহ করিবে। ডিটিসিএ সে সকল সরবরাহকৃত SAM কার্ডে প্রয়োজনীয় Security Key সফটওয়্যার ইনস্টল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(গ) ক্লিয়ারিং হাউজ পরিচালনা এবং র‍্যাপিড পাস এর মালিকানা সত্ব ডিটিসিএ'র দায়িত্বে থাকিবে। তবে সরকারের অনুমোদক্রমে ক্লিয়ারিং হাউজ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য এতদুদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোন কোম্পানি বা ইন্ট্রিগেটেড টিকেটিং ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কে এই দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(ঘ) র‍্যাপিড পাস ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা প্রদান এবং অভিযোগ নিস্পত্তিকরণের দায়িত্ব ডিটিসিএ কর্তৃক বা উপধারা (গ) অনুসারে গঠিত কোম্পানি অথবা ইন্ট্রিগেটেড টিকেটিং ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কর্তৃক পালিত হইবে।

(ঙ) ডিটিসিএ'র উক্ত কোম্পানির রেগুলেটরি অথরিটি হইবে। কোম্পানির সকল কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও নীরিক্ষা, অডিট, মনিরিং করিতে পারিবে।

(চ) ডিটিসিএ র‍্যাপিড পাস কার্ড ও ইহার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতারণা বন্ধকরণ ও ব্যবহারকারীদেরকে সুরক্ষা প্রদান করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী আরোপ এবং শর্ত ভঙ্গকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(ছ) ডিটিসিএ গণপরিবহন ব্যবস্থা পরিকল্পনা, গবেষণা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য ব্যবহারের নিমিত্তে অরিজিন ও ডেস্টিনেশন ডাটা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(জ) সরকার নির্বাহী আদেশ দ্বারা গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে যে কোন নির্দিষ্ট গণপরিবহনে বা সকল গণপরিবহনে ভাড়া আদায়ে গণপরিবহন ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন, রাস্তা/সেতুর টোল আদায়, পার্কিং চার্জ আদায় ইত্যাদিতে র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহার বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে এবং উক্ত বাধ্যবাধকতা গেজেট নোটিফিকেশনের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(ঝ) সরকার কর্তৃক ৬(জ) ধারা মোতাবেক গেজেট নোটিফিকেশন জারির পর ডিটিসিএ কর্তৃক অথবা ডিটিসিএ'র সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিস্থানের MoU অনুসারে অনুমোদিত পিটিও/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পরিবহনের স্টেশনে এএফসি গেট স্থাপন বা প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন বা সংশ্লিষ্ট পরিবহনে র‍্যাপিড পাসের মাধ্যমে ভাড়া/টোল/ফি/চার্জ আদায়ের ডিভাইস স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(ঞ) র‍্যাপিড পাসের মাধ্যমে ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পিটিও সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা থেকে নির্ধারিত ভাড়া এবং এ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

(ট) সরকার কর্তৃক ৬ (জ) ধারা মোতাবেক গেজেট নোটিফিকেশন জারির পর যাত্রীগণ র‍্যাপিড পাসের মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করতে চাইলে পিটিও-গণ র‍্যাপিড পাসের মাধ্যমে ভাড়া গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এই জন্য পিটিও-গণ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ঠ) গণপরিবহনে অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধকল্পে আইন প্রয়োগকারী/বিচারিক সংস্থাকে অরিজিন ও ডেস্টিনেশণ ডাটা সরবরাহ করিতে পারিবে।

৭। কোম্পানি গঠনঃ

(ক) র‍্যাপিড পাস কার্ড সেবার বহুল প্রচলন, প্রচার, প্রসার, র‍্যাপিড পাস কার্ডের তথ্যের নিরাপত্তা এবং ক্লিয়ারিং হাউস সিস্টেম উন্নতিকরণ প্রভৃতির নিমিত্তে এই আইনের অধীনে একটি কোম্পানি গঠিত হইবে। জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে মুনাফা অর্জন হবে কোম্পানির অন্যতম লক্ষ্য। ডিটিসিএ উক্ত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হইতে পারিবে এবং পরিচালক নিয়োগ দিতে পারিবে।

(খ) এই কোম্পানির নাম হইবে "সমন্বিত টিকেট সিস্টেম ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (Integrated Ticket System Management Company); এই আইনের উদ্দেশ্য পুরনকল্পে, ডিটিসিএ প্রয়োজন অনুসারে কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে।

(গ) র‍্যাপিড পাস কার্ডের অতিরিক্ত সেবা যুক্তকরণ ও উপযোগীতা বৃদ্ধিসহ ব্যবহারকারীদের র‍্যাপিড পাস ব্যবহার সহজিকরণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যদি প্রস্তাবনা পেশ করিতে চায়, সে ক্ষেত্রে তাহাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করিয়া সর্বোচ্চ জনস্বার্থ বিবেচনায় নিয়া কর্তৃপক্ষ প্রতি ০৫ (পাঁচ) বছর পর পর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশিদারিত্ব পরিবর্তনের শর্ত সাপেক্ষে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ (Public Private Joint Venture) গ্রহণ করিতে পারিবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পরিমান হবে ৫১ শতাংশ ও বেসরকারি উদ্যোক্তার বিনিয়োগের পরিমান হবে ৪৯ শতাংশ। তবে, কোন বেসরকারি উদ্যোক্তা যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি গঠণে আগ্রহ প্রদর্শন না করিলে এটি একটি শতভাগ সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানি হইবে।

(ঘ) **কোম্পানির কার্যালয়:** (১) কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ, প্রয়োজন মনে করিলে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে এর শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

(ঙ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব কোম্পানির বোর্ড অব গভর্নেন্স পরিচালনা পরিষদ এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(চ) সরকার/ কর্তৃপক্ষ সরকারের অতিরিক্ত সচিব বা ততোধিক পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রেষণে/ অনুরুপ বা ততোধিক যোগ্যতা সম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চুক্তিভিত্তিতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যিনি কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন, নিয়োগ করবেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনধিক ৭০ (সত্তর) বছর বয়স পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকতে পারবেন। কোম্পানির অন্যান্য পদে সরকার/ কোম্পানির বোর্ড অনুমোদিত মানবসম্পদ নিয়োগ সংক্রান্ত প্রবিধান মোতাবেক নিযুক্ত হবেন।

(ছ) কোম্পানির সিইও প্রবিধানে প্রদত্ত কার্যপরিধি মোতাবেক এবং পরিচালনা পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক কর্ম সম্পাদন করিবেন। কোন জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালনা পরিষদের সভা আহবান করা না গেলে; পরিচালনা পরিষদের সভাপতির/ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাথে আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবেন এবং পরবর্তী পরিষদ সভায় উপস্থাপন করে তার অনুমোদন নিবেন।

(জ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রেষণে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাগণ অর্থবিভাগ থেকে জারিকৃত কোম্পানি বেতন কাঠামো মোতাবেক কোম্পানির কর্মকর্তা/স্টাফগণ বেতন,ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/স্টাফগণ সরকার/ কোম্পানির বোর্ড অনুমোদিত প্রবিধান মোতাবেক বেতন,ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

(ঝ) কোম্পানির কর্মকর্তা/স্টাফগণকে কাজে অনুপ্রেরণা দানের জন্য কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ (Board of Governance) প্রনোদনা/ বোনাস ঘোষণা করতে পারবে।

(ঞ) কোম্পানির তহবিল (Fund of the Company):

কোম্পানির নিজস্ব তহবিল থাকবে। উক্ত তহবিলের আয়ের উৎস হবে নিম্নরূপ:

১. সরকারি (বাজেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত) অনুদান;

২. র‍্যাপিড পাস বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

৩. পিটিও-দের থেকে প্রাপ্ত কমিশন,

৪. দেশীয় বা বৈদেশিক অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদান;

৫. এ আইনের ক্ষমতাবলে আরোপকৃত জরিমানা।

৬. শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

৭. বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ।

৮. ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিল সমূহ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা।

৯. অন্যান্য।

(ট) কোম্পানির কার্যাবলী নিম্নরূপ (কিন্তু নীচের তালিকা সীমিত নহে) হবে:

১. ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা, পরিবর্ধন ও উন্নয়ন;

২. র‍্যাপিড পাস ব্যবস্থাপনা;

৩. ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থাপনা ও র‍্যাপিড ব্যবস্থাপনার জন্য গণপরিবহন অপারেটর (PTO)/ পরিবহন সিস্টেম (Transport System) বহির্ভূত অপারেটর/ এ্যাকোয়ারার (Acquirer)/ বিক্রয় এজেন্টসহ দেশীয় ও বৈদেশিক সংস্থা/ কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন;

৪. র‍্যাপিড পাস বাস্তবায়নের জন্য পিটিও/ এ্যাকোয়ারার (acquirer)/ বিক্রয় এজেন্টদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান (supervise), পরিদর্শন বা কার্যদর্শন/তদারাকি (Inspection) , তাদের ব্যবহৃত ডিভাইস ও প্রযুক্তিগত বিষয়াদির কারিগরী মান (Technical Standard/Specification) তৈরী ও প্রত্যয়ন (certify) বা অনুমোদন (Approve);

৫. র‍্যাপিড পাসের প্রচার ও প্রসারের জন্য পিটিও/ এ্যাকোয়ারার (acquirer)/ বিক্রয় এজেন্ট/ ব্যবহারকারী ও সংশ্লিষ্ট উদ্যোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সংস্থাকে প্রণোদনা/ পুরস্কার/ বা উৎসাহদানকারী সুবিধা দিতে পারবে।

৬. র‍্যাপিড পাস ব্যবহারকারীদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণে ব্যবস্থাগ্রহণ।

৭. পরিচালনা পরিষদের বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সার্ভিস চার্জ/কমিশন হ্রাস-বৃদ্ধি করা।

৮. র‍্যাপিড পাস ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদির সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষা করা।

৯. র‍্যাপিড পাস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা।

১০. জনগণের জন্য টিকেট ব্যবস্থাপনা আরো স্বচ্ছন্দ (Comfortable) করার জন্য র‍্যাপিড পাস বা ইলেক্ট্রনিক টিকেটিং ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ব্যবস্থাগ্রহণ।

১১. বোর্ড অব গভর্নর্সের অনুমোদন/নির্দেশনাক্রমে নির্ধারিত ফি/কমিশন সংগ্রহ করা।

১২. র‍্যাপিড পাস বিক্রয় লব্ধ অর্থ, রিচার্জ/ টপ-আপকৃত অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং তা নির্ধারিত নিয়মানুসারে পিটিওদের নিকট নিয়মিত পরিশোধ (Settlement) করা।

১৩. টিকেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্ট্যাডি, গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কারিগরী মান নির্ধারণ সংক্রান্ত উদ্ভাবন কার্যক্রম সম্পাদন করা।

১৪. র‍্যাপিড পাসকে জনগনের নিকট সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণা চালানো এবং মার্কেটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

১৫. সমন্বিত টিকেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোম্পানির সরকার, কর্তৃপক্ষ ও পরিচালনা পরিষদ প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

১৬. 'অরিজিন ও ডেস্টিনেশন ডেটা' সংরক্ষণ ও তা গবেষণার জন্য গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে সরবরাহ।

৮। কোম্পানির পরিচালনা পরিষদের গঠন (Structure of the Board of Governance):

৮.১ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইবে-

(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় -এর সিনিয়র সচিব/ সচিব - পরিচালনা পরিষদের সভাপতি;

(খ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ - সদস্য;

(গ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি- সদস্য;

(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ- সদস্য;

(ঙ) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি - সদস্য;

(চ) সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি - সদস্য;

(ছ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি - সদস্য;

(জ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি - সদস্য;

(ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি - সদস্য;

(ঞ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের একজন অধ্যাপক - সদস্য;

(ট) এ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি - সদস্য;

(ঠ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল - সদস্য;

(ড) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিবিআরটি - সদস্য;

(ঢ) যৌথ উদ্যোগের (Joint Venture) কোম্পানির ক্ষেত্রে অংশীদার কোম্পানি কর্তৃক মনোনিত দুইজন প্রতিনিধি – সদস্য;

(ঢ) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি পরিচালনা পরিষদের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৮.২ কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ কমপক্ষে প্রতি তিনমাসে একবার অথবা, যখনই প্রয়োজন হয় তখনি সভায় মিলিত হবে।

৮.৩ কোম্পানির পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ সভায় উপস্থিতির জন্য অর্থবিভাগের/ পরিচালনা পরিষদের সুপারিশক্রমে ডিটিসিএ/সরকারের নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রাপ্য হবেন।

৮.৪ পরিচালনা পরিষদ, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বা প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ গ্রহণের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে, কোন নির্দিষ্ট সভায় ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট কোন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানাতে পারিবে। উক্ত বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিতি উক্ত বিশেষজ্ঞ(গণ)/ প্রতিনিধিগণ পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের অনুরূপ হারে সম্মানি প্রাপ্য হইবেন।

৯। কোম্পানির ক্ষমতাঃ

(ক) কোম্পানি অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনে শেয়ার/বন্ড ছাড়িতে পারিবে।

(খ) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত ও তাৎক্ষণিক করার প্রয়োজনে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি বা একক উৎস পদ্ধতিতে দেশীয় ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রযুক্তিগত দ্রব্যাদি/ সেবা ক্রয় করতে পারিবে।

(গ) পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে কর্মকর্তা/ স্টাফদের জন্য উৎসাহ ভাতা/ ইনসেনটিভ/ বোনাস প্রদান করিতে পারিবে।

(ঘ) র‍্যাপিড পাসের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে পিটিও/এ্যাকোয়ারার/ বিক্রয় এজেন্ট/ র‍্যাপিড পাস ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জন্য পুরস্কার/বোনাস/ প্রণোদনা প্রদান করিতে পারিবে।

(ঙ) র‍্যাপিড পাস কার্ডের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত পিটিও (PTO) সমূহ কার্ড ব্যবহারকারীগণকে ভাড়ার উপর ডিসকাউন্ট প্রদান করিতে পারিবে যাহাতে তাহারা উক্ত কার্ড ব্যবহারে আগ্রহী হয়।

১০। র‍্যাপিড পাস বিক্রয়ের পদ্ধতিঃ

(ক) জনগণের নিকট র‍্যাপিড পাস সহজলভ্য করার জন্য ডিটিসিএ/ 'কোম্পানি' সরকারী/ বেসরকারি ব্যাংক, সরকারী/ বেসরকারি গণপরিবহন অপারেটর, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে 'এ্যাকোয়ারার (Acquirer)'/'বিক্রয় এজেন্ট' নিয়োগ করিতে পারিবে। এই জন্য কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট এজেন্ট এর সাথে পৃথক পৃথক এজেন্ট চুক্তি (Agent Agreement) সম্পাদিত হইবে।

(খ) র‍্যাপিড পাস বিক্রয়ের সময় 'এ্যাকোয়ারার (Acquirer)'/'বিক্রয় এজেন্ট'গণ গ্রাহকের নিকট থেকে ডিটিসিএ/ কোম্পানি নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১১। গণপরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনাকারী পিটিও **(PTO) সমূহের দায়িত্ব এবং শর্তসমূহঃ**

(ক) ক্লিয়ারিং হাউস সিস্টেমের সাথে ইন্ট্রিগেশনের এর লক্ষ্যে পিটিও (PTO) সমূহ এবং ডিটিসিএ অথবা ধারা ৬ অনুসারে সৃষ্ট কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হইবে। এই চুক্তি পিটিও চুক্তি (PTO Agreement) নামে অভিহিত হইবে। উক্ত চুক্তি পিটিও (PTO) সমূহের দায় দায়িত্ব, গোপনীয়তা রক্ষাকরণ, তথ্য নিরাপত্তা, ক্লিয়ারেন্স ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবিধান, দায়মুক্তি, পরিচলন নীতিমালা (র‍্যাপিড পাস কার্ড প্রদান, রিচার্জ, রিফান্ড, পুনঃপ্রদান, কার্ড হারাইয়া যাওয়া ইত্যাদি), র‍্যাপিড পাসের কারিগরি ও পরিচালন বিবরণী এবং যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।

(খ) পিটিও (PTO) সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে ক্লিয়ারিং হাউস সেবা বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি বা কমিশন নির্ধারিত হইবে যা পিটিও (PTO) সমূহের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইবে। র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবস্থাপনা নির্বিঘ্নে (Smoothly) পরিচালনার প্রয়োজনে উক্ত ফি বা কমিশন ব্যবহার করা হইবে। উক্ত ফি'র পরিমাণ গণপরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনাকারীদের সাথে ডিটিসিএ অথবা ধারা ৬ অনুসারে গঠিত কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত পিটিও চুক্তি (PTO Agreement) দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। জরিমানা ও দন্ড:

(ক) এ আইনের ৫ (ক) ও (খ) -ধারায় বর্ণিত র‍্যাপিড পাসের ব্যবহার বাস্তবায়নে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ পিটিও বাধা দিলে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে বা অসহযোগিতা করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/পিটিও তিন বছরের কারাদন্ড অথবা অনধিক বিশ লক্ষ টাকা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(খ) সমন্বিত টিকেটিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নে এ আইনের ৬ (ক) -ধারায় বর্ণিত বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/পিটিও তিন বছরের কারাদন্ড অথবা অনধিক বিশ লক্ষ টাকা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট পিটিও এ আইনের ৬ এর (ঝ), (ঞ) বা (ট) ধারা অমান্য করিলে 'কর্তৃপক্ষ' সংশ্লিষ্ট পিটিও/ যানবাহনের লাইসেন্স বাতিল/ রুট পারমিট বাতিল/ ফিটনেস সার্টিফিকেট বাতিল এবং/ অথবা অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

(ঘ) 'এ্যাকোয়ারার (Acquirer)'/'বিক্রয় এজেন্ট'গণ এ আইনের ১০ এর (খ) ধারার বিধান অমান্য করে গ্রাহকের নিকট থেকে র‍্যাপিড পাসের নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে কর্তৃপক্ষ অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড করিতে পারিবে।

১৩। বিধি/প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতাঃ

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ডিটিসিএ সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি/প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(খ) ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, এইরুপ বিধি প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কার্য সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, এই আইনের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশের বলে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

১৪। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশঃ

(ক) এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(খ) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।